বসন্তের অপেক্ষায় বাংলাদেশ

অঘোর মণ্ডল, *নিউজিল্যান্ড থেকে*

পঞ্চাশ টেস্টে বাংলাদেশের প্রাপ্তি পঞ্চাশজন! হ্যাঁ, পঞ্চাশতম টেস্ট যেদিন খেলতে নামল বাংলাদেশ সেদিনই তার ক্রিকেটারের সংখ্যা পঞ্চাশ! একশ ত্রিশ বছরের টেস্ট ইতিহাসে অন্য কোনো দেশ এত কম সময়ে এত বেশিসংখ্যক টেস্ট ক্রিকেটার জন্ম দিতে পারেনি। ক্রিকেটে 'রত্নগর্ভা' এখনো হতে পারেনি বাংলাদেশ। কিন্তু ক্রিকেটার প্রজননের এক উর্বর জমিন হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে! সাত বছরে পঞ্চাশজন টেস্ট ক্রিকেটার! বছরপ্রতি বাংলাদেশ সাতজনেরও বেশি ক্রিকেটার পেয়েছে! ভাবতে পারেন? সাত বছরে অধিনায়ক পেয়েছে পাঁচজন! বাংলাদেশ যে টেস্ট টিম হিসেবে গড়ে ওঠেনি এবং গড়ার চেষ্টা করা হয়নি তা পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার।

এই তথ্যগুলো শুনে নিউজিল্যান্ডের সাংবাদিকরা পর্যন্ত অবাক। বলেন কী? সাত বছরে পঞ্চাশজন ক্রিকেটার টেস্ট খেলেছে! বাংলাদেশের পঞ্চাশতম টেস্ট খেলার আগে বেঙ্গল টাইগার্স নামের একটা সংগঠন ক্রেস্ট তুলে দিল বাংলাদেশ দলের অধিনায়কের হাতে। ক্রেস্টটা দেখতে খুব সুন্দর। এই ক্রেস্ট মনে করিয়ে দিল, এই ক'দিন আগেই না বাংলাদেশ তাদের অভিষেক টেস্ট খেলল! শুধু ক্রিকেটারদের নয়, ঐ টেস্ট কভার করা সাংবাদিকদের হাতে পর্যন্ত ক্রেস্ট তুলে দিয়েছিলেন সে সময়ের বোর্ড কর্মকর্তারা। সুন্দর কাভারে বন্দি সেই ক্রেস্ট এখনো তেমনি আছে। খুলে দেখার সুযোগ হয়নি। তবে সেটায় ময়লা ধরেনি। সে কথা জোর দিয়েই বলছি। অভিষেক টেস্টের স্মারকের কথা মনে হলো নিউজিল্যান্ডে বসে বাংলাদেশের পঞ্চাশতম টেস্ট লেখা একটা স্মারক হাতে পাওয়ার পর। স্মারকটা অবশ্য সেই বেঙ্গল টাইগার্স-ই দিয়েছে সিরিজ কভার করতে আসা বাংলাদেশের সাংবাদিক এবং নিউজিল্যান্ডের সাংবাদিকদের। সেটা হাতে পেয়ে বাংলাদেশের এক সাংবাদিক তো বলেই ফেললেন, 'নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। অভিষেক টেস্টের পর বাংলাদেশের পঞ্চাশতম টেস্টটাও কভার করার সুযোগ হলো।' তার পাশ থেকে রসিকতার সুরে আর একজন বললেন, 'বলুন, বাংলাদেশের পঞ্চাশজন টেস্ট ক্রিকেটারকেও দেখে ফেলেছি!'

হ্যাঁ, বাংলাদেশের হাফ সেঞ্চুরি দেখার সুযোগ যেমন হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটে, তেমনি চার ডজনেরও বেশি টেস্ট ক্রিকেটারকে দেখার সুযোগ হলো টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সাত বছর বয়সে! নিউজিল্যান্ড রেডিওর এক বয়স্ক সাংবাদিক এইসব কথা শুনে খানিকটা অবাক হলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমরা আমাদের চেয়েও ভাগ্যবান। অনেক বেশি টেস্ট ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছ?' শুধু রসিকতা নয়। একটা খোঁচাও আছে এর মধ্যে সেটা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু খোঁচাটা হজম করতেই হলো।

তবে পরিসংখ্যান অনেক কথা মনে করিয়ে দেয়। সন্দেহ নেই, পরিসংখ্যানের বিচারে বাংলাদেশ দলে কোনো ক্রিকেটার নিজের জায়গাটা দীর্ঘদিনের জন্য করে নিতে পারেননি। কিংবা করতে দেওয়া হয়নি। কিংবা তাদের ওপর আস্থা রাখা হয়নি বেশি দিনের জন্য। তা না হলে এ রকম বিস্ময়করভাবে বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটারের সংখ্যা বাড়ত না। জনবিস্ফোরণ যেমন বাংলাদেশের এক জাতীয় সমস্যা, তেমনি ক্রিকেটে বড় সমস্যা হচ্ছে অধিকহারে টেস্ট ক্রিকেটারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া! ২০০০ সালের ১০ নভেম্বর বাংলাদেশ তাদের প্রথম টেস্ট খেলেছিল। সেই টেস্টে খেলা হাবিবুল ছাড়া বাংলাদেশ স্কোয়াডে আর মাত্র একজনই আছেন। রাজিন সালেহ আলম। অভিষেক টেস্টে দ্বাদশ ব্যক্তি ছিলেন। সাত বছর পরও তিনি বাংলাদেশের পঞ্চাশতম টেস্টে দ্বাদশ ব্যক্তিই থাকলেন! ধারাবাহিকতার এ রকম নজির বাংলাদেশ ক্রিকেটে আর কোথাও আছে কি? খুঁজে পাওয়া যাবে? মনে হয় না। বাংলাদেশ ক্রিকেট কেন, বিশ্ব ক্রিকেট ইতিহাসের দিকে নজর দিন। খুঁজে পাবেন না, কোন দেশের অভিষেক টেস্টে যিনি দ্বাদশ ব্যক্তি ছিলেন সেই দেশের পঞ্চাশতম টেস্টেও তিনি দ্বাদশ ব্যক্তি থাকলেন! রাজিন সালেহ আলম– না চাইলেও একটা রেকর্ডের মালিক বনে গেলেন আপনি! আর অভিষেক টেস্ট খেলেছিলেন যারা তাদের মধ্যে একমাত্র হাবিবুল বাশার নিয়মিত একাদশে আছেন। খেলে যাচ্ছেন। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের একান্ন টেস্টের ৪৯টি তিনি খেলেছেন। বাংলাদেশের অধিনায়কত্বও করেছেন। এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটারও তিনি।

লীড
লিমিটেড
গুণগত মানের প্রতীক

বাংলাদেশের হয়ে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে তিন হাজার টেস্ট রানের মাইল ফলকও পেরিয়ে গেছেন তিনি। তিন হাজার থেকে মাত্র তের রান দূরে দাঁড়িয়ে ওয়েলিংটন টেস্ট খেলতে নামেন হাবিবুল। ওয়েলিংটনেই তিন হাজার রান পূর্ণ করেন তিনি। হাবিবুল ছাড়া আর কেউ তেমনভাবে ধারাবাহিকতা দেখাতে পারলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আর একটা কথা বলতে হবে– বাকিদের প্রতি নির্বাচকরাও নিজেদের আস্থা খুব একটা রাখেননি। নির্বাচকরাও খুব বেশি প্রতিভা খুঁজে বেড়িয়েছেন।

বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটারের সংখ্যা বৃদ্ধির ধরন দেখে একটা পাটিগণিতের অঙ্কের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পঞ্চাশ টেস্ট খেলতে বাংলাদেশের পঞ্চাশজন ক্রিকেটার লেগেছে। তা হলে একশ টেস্ট খেলতে কতজন ক্রিকেটার লাগবে? ক্লাস থ্রি-তে পড়া আমার মেয়েও এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য মুখিয়ে আছে! কারণ তার কাছে এরচেয়ে সহজ ঐকিক নিয়মের অঙ্ক আর আছে নাকি? সেও ঝটপট উত্তরটা বলে দেবে–'একশ জন ক্রিকেটার লাগবে।' আমার মেয়ের উত্তর হয়তো সঠিক। তবে সেভাবে অঙ্ক মেলাতে গেলেই বড্ড ভুল হবে। অতীতে ভুল হয়েছে। তা না হলে এত কম সময়ে এত বেশি ক্রিকেটারকে গায়ে 'সাবেক টেস্ট ক্রিকেটার'-এর তকমা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো না! বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। এবং খুব দ্রুত। তারা সৌভাগ্যবান–খুব তাড়াতাড়ি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়ে যান। আবার দুর্ভাগ্য খুব তাড়াতাড়ি 'সাবেক' হয়ে যান! এদের মাঝে প্রতিভা খুঁজে পেতেও সময় লাগে না আবার 'চলে না'- বলে ছুঁড়ে ফেলতেও দেরি হয় না। অথচ এর ঠিক উল্টো চেহারা অন্যদেশে। টেস্ট ক্রিকেটার হতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। আবার দলে একবার সুযোগ দিলে তাকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয় নিজেকে প্রমাণ করার জন্য। বাংলাদেশে খুব কম ক্রিকেটারই আছেন যিনি নিজেকে প্রমাণ করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছেন। এই সিরিজে নিউজিল্যান্ড দলের দিকে তাকালেও একটা বিষয় পরিষ্কার। পারফরম্যান্স দেখাতে পারলে অর্ধ যুগ পরেও জাতীয় দলে ফেরা যায়। ম্যাথু বেল যিনি এখন থেকে ছয় বছর আগে নিউজিল্যান্ডের পক্ষে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন। তাকে কি না ডাকা হলো আবার টেস্ট দলে। কারণ একটাই, ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল খেলছিলেন তিনি। এবং সেই ভাল খেলার পুরস্কার পেলেন দলে ডাক পেয়ে। নির্বাচকদের প্রতিদানও দিলেন। সুযোগটাকে কাজে লাগালেন প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করে। দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট থেকে। নিউজিল্যান্ডে কারো মুখে শুনলাম না, 'আরে ওতো সেঞ্চুরি করেছে বাংলাদেশের মতো দুর্বল বোলিং অ্যাটাকের বিপক্ষে!' বাংলাদেশের নির্বাচকরা ছয় বছর আগে টেস্ট খেলা কাউকে দলে ফেরানোর কথা ভাবতে পারেন? মনে হয় না। ধরে নিলাম কাউকে ফেরালেন। তিনি ফিরে সেঞ্চুরি করলেন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তার ঐ সেঞ্চুরির পর বহুলোক খুঁজে পাবেন যারা বলবেন, 'আরে সেঞ্চুরি! ওটা

এরাই নতুন যুগের সুচনা করবে

তো দুর্বল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে করেছে!' তারা ভুলে যান টেস্ট ক্রিকেটে সেঞ্চুরি সব সময় সেঞ্চুরি। কারণ সেখানে তো অন্যরাও খেলেছিলেন। সেঞ্চুরি কিন্তু করেছেন শুধু মেথু বেল আর জ্যাকব ওরাম। তাদের সেঞ্চুরিকে খাটো করে দেখার অর্থ, ক্রিকেটকে ছোট করে দেখা। টেস্ট ক্রিকেটে শচীন টেন্ডুলকারের ৩৮ সেঞ্চুরির তিনটা বাংলাদেশ আর তিনটা জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। তা না হলে শচীনের সেঞ্চুরির সংখ্যা কমে দাঁড়াত ৩২-এ। আর সেঞ্চুরির যদি সেঞ্চুরি-ই না হতো তা হলে যার ৩৪টা টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়লেন শচীন, সেই সুনীল গাভাস্কার বলতে পারতেন, আরে ওর ছয়টা সেঞ্চুরি তো বাংলাদেশ আর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। কিন্তু ভুল করেও কি শুনেছেন তা কখনো গাভাস্কারের মুখে। কিংবা দেখেছেন কি তার কলামে? না। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে মেথু বেল যদি বাংলাদেশের ক্রিকেটার হতেন তারপক্ষে কি ছয় বছর পর টেস্ট দলে ফেরা সম্ভব হতো? এর উত্তরেও বলতে হচ্ছে – না। আর সে কারণেই সাত বছরে বাংলাদেশের টেস্ট ক্রিকেটারের সংখ্যা পঞ্চাশ!

তবে শুধু এই পরিসংখ্যান দিয়েই বাংলাদেশের ক্রিকেটকে বুঝতে গেলে ভুল হবে। হয়তো বেশি সংখ্যক টেস্ট ক্রিকেটার জন্ম দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু করতে পারেনি বাংলাদেশ। পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে তেমনটি মনে হতে বাধ্য। কিন্তু পরিসংখ্যানের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে আপনার স্মৃতির পাতায় জমে থাকা ধুলোবালি সরিয়ে ফেলুন। তাহলে ঝাপসা হয়ে যাওয়া অস্পষ্ট কিছু ঘটনা আপনাকে নাড়া দেবে। উঁকি দেবে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের বেশ কিছু পারফরম্যান্স। অভিষেকে আমিনুল-আশরাফুলদের সেঞ্চুরি। নাঈমুরের ছয় উইকেট। কিংবা সিরিজে টেস্টে তামিম-জুনায়েদদের ব্যাটিং। পরিসংখ্যানের বিচারে এটা হয়তো অনেক বড় কিছু নয়। কিন্তু পরিসংখ্যান দিয়ে যারা বিচার করেন তাদের স্মৃতিতে আশরাফুলরা হারিয়ে যান। অদৃশ্য উপস্থিতিতে ক্রিকেট ঈশ্বরও বোধ হয় তখন মুচকি হাসেন। হয়তো বলেন, পরিসংখ্যানের দিকে তাকিয়ে ভুলে গেলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অভিষেকেই শ্রীলঙ্কার মাটিতে এক বিস্ময় বালকের সেঞ্চুরিকে? মুরালি-ভাসদের নিজের মাটিতে ওভাবে কেউ ঠ্যাঙাতে পেরেছে ঐ বয়সে? ভারতের সেরা বোলিং অ্যাটাককে তছনছ করে দিয়ে ওভাবে মাথা উঁচু করে ১৫৮-তে অপরাজিত থাকতে পেরেছেন কজন? ক্রিকেট যে শুধু পরিসংখ্যানে নয়, ক্রিকেট যে মন মহাশয়ের মণিমুক্তা ভাণ্ডারেও কিছু জমা থাকে সেটা আশরাফুলদের দেখে বোঝা যায়। বাংলাদেশের পঞ্চাশতম টেস্টে এসে সেই কথাটা তামিম-জুনায়েদরাও মনে করিয়ে দিলেন। ওদের ইনিংস দেখে মনে হলো একদিন বসন্তের হাওয়া লাগবেই বাংলাদেশ ক্রিকেটের গায়ে। এখন চলছে শীতের হাওয়া। অনেক কিছু ঝরে যাবে। নতুন বসন্তে নতুন রং লাগবে। অপেক্ষা সেই ক্রিকেট বসন্তের।